দৈনিক ইনকিলাব

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 JUL 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

সন্ত্রাস প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ হোন

গত সোমবার চট্টগ্রামে সশস্ত্র দুষ্কৃতকারীর গুলীতে নিহত হয়েছে কলেজ ছাত্র জহির। বুধবার ঢাকায় ছিনতাইকারীর গুলীতে খুন হয়েছেন ব্যবসায়ী এবং ক্রীড়া সংগঠক মনা ভাই। সন্ত্রাসের তালিকায় এগুলো ছিলো গত সপ্তাহের সংযোজন। আসলে সন্ত্রাস এখন শিক্ষাঙ্গন, শিল্পাঙ্গনসহ সমাজের প্রায় সকল অঙ্গনকে গ্রাস করেছে। দেশে অবসান ঘটেছে স্বৈরতন্ত্রের। কিন্তু, সন্ত্রাসতন্ত্র তীব্র হয়েছে। গণতান্ত্রিক পরিবেশে সকল নাগরিকেরই নির্ভয়ে চলাফেরা করার কথা। অথচ, রাজনৈতিক গণতন্ত্র এখন সামাজিক সন্ত্রাসের রক্ত চক্ষুর শিকারে পরিণত হয়েছে। গণতন্ত্র এবং উৎপাদন এখন সময়ের দাবী। অথচ, দুর্বৃত্তরা নৈরাজ্য ও আতংকের জন্ম দিচ্ছে। এদের অশুভ ও অসহনীয় দুষ্কর্মের কারণে গণতন্ত্রও আজ নিরুপায়— নিরাপদ নাগরিক জীবন তথা শান্তি-শৃংখলাও হয়ে পড়েছে অসহায় পণবন্দী। রাজধানী ঢাকার বুকে দিনে দুপুরে যেভাবে ব্যবসায়ীর গাড়ী ছিনতাই এবং ঠাণ্ডা মাথায় গুলী চালিয়ে একজন নাগরিককে হত্যা করা হয়েছে তাতে প্রশ্ন জাগে এই রাজধানী আদৌ কোনো নাগরিকের জীবন নিরাপদ কি-না? হেন দুঃসাহস এবং নৃশংসতার প্রতিবাদ জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই। তবে, এটুকু বলা চলে নাগরিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যে অবহেলা এবং কার্যকারিতা বিদ্যমান, সন্ত্রাস দমন ও নির্মূল যে অসীম ব্যর্থতা আজ আমাদের উত্তরাধিকার হিসাবে মেনে নিতে হচ্ছে রাজধানীর সন্ত্রাসে নিহত মনা ভাইয়ের লাশ সে কথাটিই আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেলো

গণতন্ত্র অর্জিত হবার পর গণতন্ত্রের নিয়ম-নীতি রপ্ত করা ও গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করাই আজকের জাতীয় দাবী। অথচ, দুঃখজনক বাস্তব এই যে, গণতন্ত্রের সিঁড়িতে পা রাখার পরও আমাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলেছে একের পর এক লাশের মিছিল। আমরা জানি না, এ মিছিল আর কত দীর্ঘ হবে? আর কত লাশ পেলে তৃপ্ত হবে দুর্বৃত্ত সন্ত্রাসীদের পাষাণ হৃদয়?

বর্তমান সরকার দেশে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চেষ্টার কোনো ত্রুটি হয়তো করছেন না। কিন্তু, সন্ত্রাসের দুর্গ অক্ষত রেখে জনজীবনকে নিরাপদ রাখা কি সম্ভব? সরকার অগণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে একের পর এক ছাড় দিয়ে চলেছেন এবং এই উদারতাকে সন্ত্রাসবাদী চক্রগুলো খুব সম্ভবতঃ সরকারের দুর্বলতা এবং অব্যবস্থাপনা হিসেবে ধারণা করছে। একজন নিরাপত্তা কর্মকর্তার নিয়োগ বা অপসারণ যদি রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর দাবীতে পরিণত হয় তাহলে বুঝতে কষ্ট হয় না, সন্ত্রাসবাদীরা রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় নিরাপদ অবস্থান করে নিয়েছে। কেবল অবস্থান নিয়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরীক্ষামূলক সন্ত্রাস চালিয়ে তারা আসলে বৃহত্তর রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ক্ষেত্র তৈরী করছে। একথা ভাবা অসঙ্গত হবে না যে, যারা জনগণের শক্তিতে বিশ্বাসী নয়, তারা ব্যালট অপেক্ষা বুলেটকেই বেশী আপন করে নেয়। সন্ত্রাসবাদীরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি উপদ্রব সৃষ্টিকারী অশুভ শক্তি। সরকারের উচিত হবে যাবতীয় মোহ এবং পিছুটান কিংবা পরিণতির অমঙ্গল ভাবনা দূরে সরিয়ে রেখে সন্ত্রাসবাদী চক্রের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। কেবল ক্ষমতার তাগিদেই নয়, জনগণের স্বার্থ এবং গণতন্ত্রের সুমহান মর্যাদা রক্ষার্থেও অপরাধ দমনে সরকারকে নিরপেক্ষতার সাথে সাহসী, সক্রিয় সমন্বিত এবং সংহত হতে হবে। নাগরিকের নিরাপত্তা বিধান অপেক্ষা আর কোনো বিষয়ই সরকারী প্রশাসনের নিকট বেশী গুরুত্ববহ হতে পারে না।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রথমে ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও পরে জাতীয় বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক করে সন্ত্রাস নির্মূলে সকল পক্ষের সহযোগিতা কামনা করেছেন। ঐক্যবদ্ধভাবেই অপরাধ দমন করা সম্ভব বলে আমরাও মনে করি। ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী এবং প্রতিরোধের মুখেই শুধু অপরাধের বিষাক্ত ফণাকে নিষ্ক্রিয় করা সম্ভব। তবে, ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস যেন সরকারী নির্লিপ্ততায় পর্যবসিত না হয় সেদিকেও নজর রাখতে হবে। নাগরিকের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব সরকারের এবং এই দায়িত্বে অকার্যকর হলে সেই সরকারকে ব্যর্থ না বলার কোনো কারণ থাকবে না।